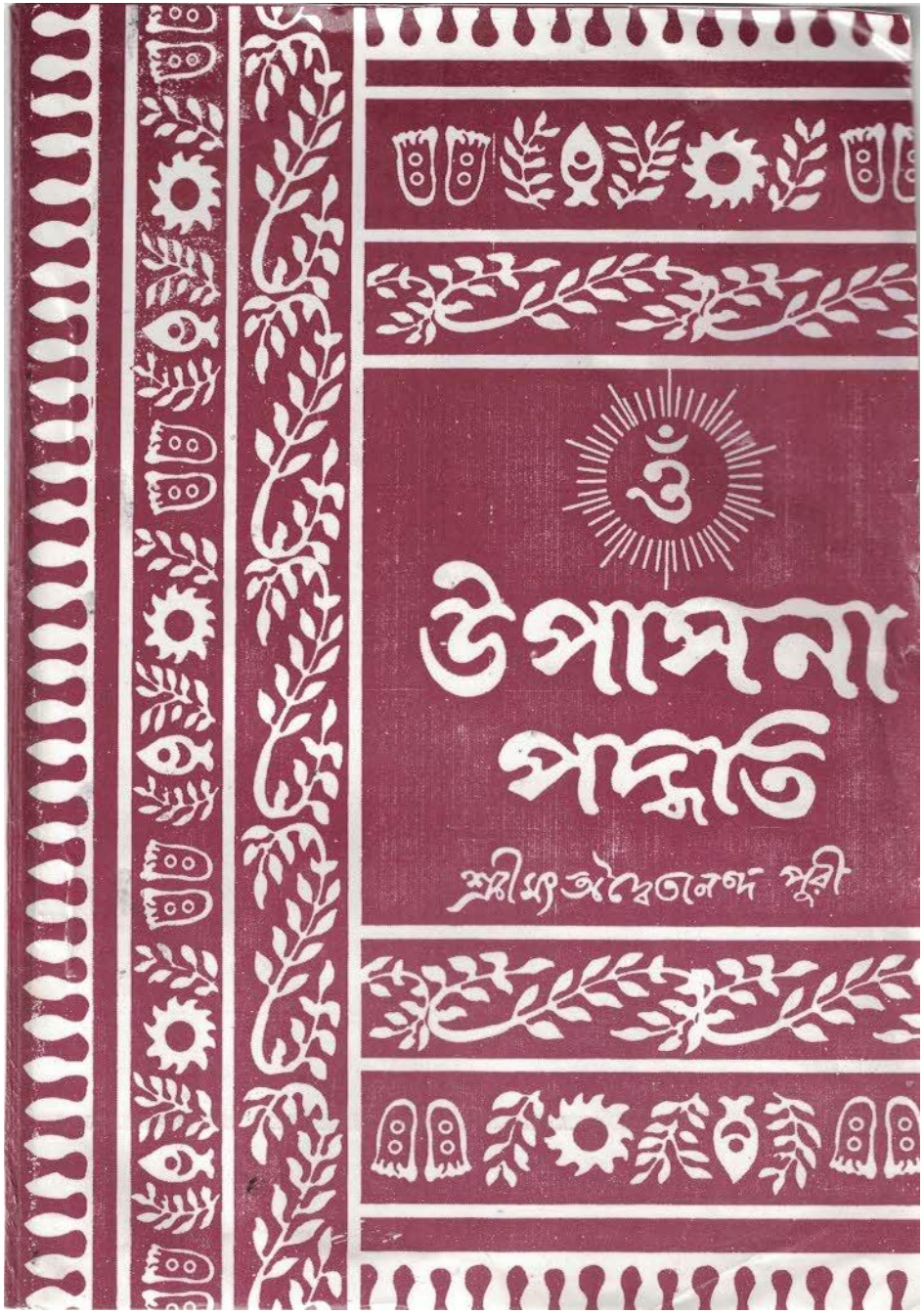

ওঁ

উপাসনা পদ্ধতি

শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী মহারাজ

সঙ্কলিত

সঙ্কলয়িতা ঃ
শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী মহারাজ

প্রকাশক
শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দ পুরী মহারাজ
অদ্বৈতানন্দ ঋষিমঠ
কোলকাতা - ১২৬

প্রচ্ছদ পট ঃ
অদ্বৈতাশিস্ শিল্প সমন্বয়
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

প্রকাশকাল ঃ
১৬ই পৌষ, ১৪০২ বাংলা

মুদ্রণে ঃ
সুদিপ্তা পেপার মার্ট,
বারাসাত, কোল-১২৪

মাধুকরী ঃ ৩৫ (পঁয়ত্রিশ রুপী)

ঋষিযুগ নাই বলে
না ভাবিও মনে।
আসিতেছে স্বর্ণ-যুগ
যুগ - আবর্ত্তনে ॥

ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥
ঋগ্বেদ ১০/১২১/১

অনন্ত জ্যোতির আধার অমৃতরূপী পরমেশ্বরই সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। সূর্য্য হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে যিনি রচনা-পূর্ব্বক স্বমহিমায় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই সুখ-স্বরূপ পরম দেবতারই আমরা উপাসনা করি, অন্যের নহে।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি-যোগদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥
-শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ- ৪/১

যিনি এক বর্ণ অর্থাৎ নিরাকার, নিরাকার হইয়াও হন সাকার, প্রয়োজন বশে ধারণ করেন বহুরূপ, আদিতে যাঁহা হইতে বিশ্ব উদ্ভূত এবং অন্তে যাঁহাতে বিশ্ব লীন হইয়া যায়, সেই এই পরম দেবতা আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

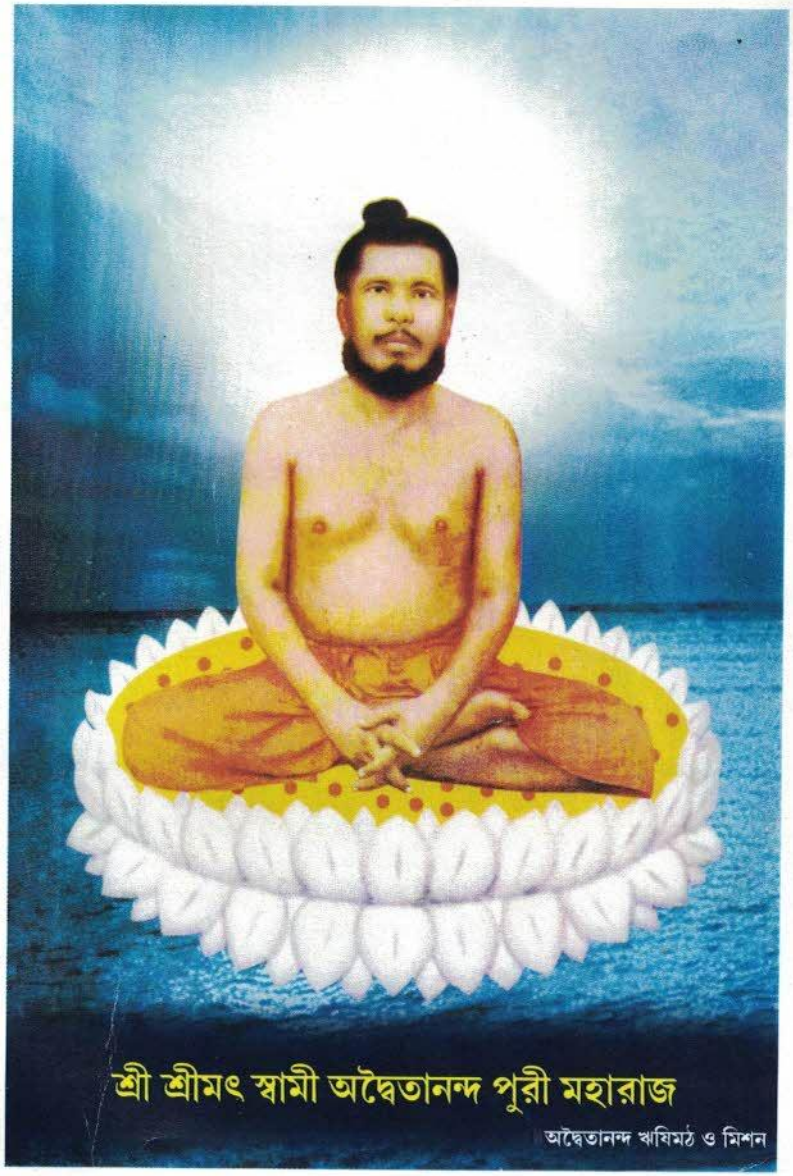

ওঁ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

উপাসনা-পদ্ধতি

ও

কার্য্যক্রম

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে

ঠিক শয্যা ত্যাগের পূর্ব্বে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ সত্যং পরং বিদ্মহে, সত্যং পরং ধীমহি।
তন্নো সত্যং প্রচোদয়াৎ ॥
ওঁ অগ্নে! ব্রতপতে! ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং।
তৎ মে রাধ্যতাম্ ইদম্-অহম্-অনৃতাৎ সত্যম্ উপৈমি ॥

হে সর্ব্বপ্রকাশক প্রভো! আমি ব্রত (নিয়ম সেবা) গ্রহণ করিতেছি। তুমি ব্রতপতি, পরিপূর্ণ সফলতা তোমারি হাতে; অতএব আমার প্রার্থনা - আমার ব্রত যেন পরিপূর্ণ হয়। তোমার ব্রতধারণ করিবার ফলে আমি যেন অনৃত হইতে সত্যে উপনীত হই অর্থাৎ মায়াময় সংসার অতিক্রম করিয়া আমি যেন সত্য-জ্ঞান-আনন্দময় তোমাকে লাভ করি।

প্রভাতে

শুচিশুদ্ধ হইয়া উদীয়মান সূর্য্য দর্শন করিতে করিতে পাঠ করিবে ঃ

ওঁ অদ্য নো দেব সবিতঃ
প্রজাবৎ সাবী সৌভগম্।
পরা-দুঃস্বপ্নং শুভ ॥

হে দেব সবিতঃ ! তুমি সর্ব্ব-প্রসবকারী, প্রসব কর আমাদের জন্য পুত্র পৌত্রাদি সৌভাগ্য, বিদূরিত কর দুঃস্বপ্ন, দুঃখদুরিতপূর্ণ দুর্ভাগ্য; প্রদান কর পরম সৌভাগ্য, প্রেমভক্তি, যেন মায়া মোহে আমরা অভিভূত না হই।

তৎপর প্রণাম

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

দৃশ্যমান সূর্য্য আমাদের সৌরজগতের প্রসবিতা। সৌর জগত অনন্ত। অনন্ত সৌরজগতের প্রসবিতা সূর্য্যও অনন্ত। ভর্গদেব নারায়ণ এই অনন্ত সূর্য্যের গতিদাতা, অনুরঞ্জয়িতা ও আলোক প্রদাতা। নারায়ণ কেন্দ্রসংস্থ। অতঃপর অনন্ত সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী হার কেয়ুর ও সুবর্ণ মুকুট পরিহিত জ্যোতির্ঘন নারায়ণকে ধ্যান করিতে গিয়া প্রথমে পাঠ করিবে-

ওঁ হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্য-ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥

ঈশোপনিষৎ-১৫

হে ভগবন্! সর্ব্বভাবে সর্ব্বজীবের তুমিই একমাত্র পোষণকারী। তুমি সত্য-স্বরূপ, আমি সত্যধর্ম্মা মানব। তোমার মুখমন্ডল অতিভাস্বর, জ্যোতির্ম্ময় আবরণ দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। তোমাকে দর্শন করিবার অভিলাষে আমি একান্ত ব্যগ্র হইয়াছি। প্রভো! তুমি আমার প্রতি কৃপাবিতরণ করিবার নিমিত্ত দৃষ্টি প্রতিঘাতী তোমার ঐ ভাস্বর মুখাবরণ উন্মোচন কর। আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ করি। তোমাকে অবলোকন করিবার ফলে আমি যেন সর্ব্বত্র সত্যদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া যাই।

ধ্যান

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরন্ময়-বপুঃ ধৃতশঙ্খ-চক্রঃ ॥

-স্কন্দপুরাণ

অনুজ্ঞা প্রার্থনা

ওঁ লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসার-যাত্রাম্ অনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানামি-অধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

অনন্তর, ধামে নিয়মিত সেবাকার্য্য। ৭.৩০ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সামান্য বিশ্রাম। ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বৃক্ষাদি রোপণ ও তাহাদের যথাযথ যত্ন নেওয়া।

১০ ঘটিকার পর স্নান। স্নানের সময় "অঘমর্ষণ" মন্ত্রপাঠ। পাপ মোচনের জন্য সৃষ্টিক্রম চিন্তা করিবে।

অঘমর্ষণ

ওঁ ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাৎ তপসো অধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ (১)
সমুদ্রাদ্ অর্ণবাদ্ অধি সংবৎসরোঽজায়ত।
অহো রাত্রাণি বিদধাদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ (২)
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা-পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষ-মথো স্বঃ ॥ (৩)

ঋগ্বেদ - ১০/১৯০/১-৩

তপস্যা বা ঈশ্বরের মনন শক্তি হইতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ ও সত্য জন্মিয়াছিল। তৎপর রাত্রি জন্মিল। অনন্তর জন্মিল - জলপূর্ণ সমুদ্র। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর নামক জনপদ সৃষ্টি হইয়াছিল। বিশ্ব চাহিয়া রহিয়াছে, অবলীলাক্রমে সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশান দিবারাত্রির বিভাগ করিলেন। দিবারাত্রির নায়ক ঐ যে চন্দ্রসূর্য্য

ইহারাও পূর্ব্বকল্পের ন্যায় কল্পিত হইয়াছে। অতঃপর আনন্দ নিকেতন পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ লোকের সৃষ্টি হইল।

স্নানের সময় জলকে জল বলিয়া মনে না করিয়া ভাবিতে হইবে "জলই জ্যোতিঃ, জলই রস (আনন্দ স্বরূপ) এবং তাহাই অমৃত ব্রহ্ম।" ইহা মনন করতঃ পাঠ করিবে।

"ওঁ আপো জ্যোতিঃ, রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভূবঃ স্বরোম্"- সমন্ত্রক স্নান করিতে হইবে।

ব্রহ্মযজ্ঞ

(বেদের মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ)

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্ন ধাতমম্ ॥

ঋগ্বেদ-১/১/১

যিনি এই সুগঠন ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা ও ধাতা, যিনি সৃষ্টির প্রথমেই পরমাণু প্রকৃতি ও সৃষ্টির ধারণকর্ত্তা, সৃষ্টির উৎপত্তিকালে যিনি সৃষ্টির উপযোগী পদার্থের সংযোজক, রমনীয় পৃথিব্যাদি গ্রহ উপগ্রহের ধারণকারী, সর্ব্ব পদার্থের যিনি দাতা, দ্রষ্টা ও প্রকাশক সেই অনন্ত জ্ঞানের আধার, প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মাকে স্তুতি করি।

ওঁ অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নি-হোতা সৎসি বর্হিষি ॥

সামবেদ- ১/১

হে প্রভো ! তুমি বিদ্যাদি শুভ গুণ এবং শুভ কর্ম্মফল প্রদানের জন্য অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রকাশিত হও। আমরা তোমার স্তব করিতেছি। তুমি সব ভোগ্য পদার্থের একমাত্র দাতা। তুমি যজ্ঞে- আমাদের শুভকর্ম্মে বিরাজমান হও।

ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়ব স্থ দেবো বঃ সবিতা।
প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥

যজুর্বেদ - ১/১

হে মনুষ্য ! সমগ্র জগতের উৎপাদক, সর্ব্বসুখদাতা পরমেশ্বর তোমাদের ও আমাদের প্রাণ, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণকে যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করুন। তোমরা ও আমরা সকলেই অন্নাদি উত্তম পদার্থ বিজ্ঞান ও পরাক্রম লাভের জন্য ধন রত্ন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের আধার, শুভ গুণের উৎস ও দাতা, সেই পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভি স্রবন্তু নঃ ॥

যজুর্বেদ - ৩৬/১২

দিব্যগুণ সম্পন্ন জল আমাদের অভীষ্টপ্রদ হউক। পানে আমাদের মঙ্গল আনয়ন করুক। রোগের ভাবী বীজাণু সকল বিনাশ করুক।

গায়ত্রী

ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

যজুর্বেদ - ৩৬ / ৩

গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিতে গিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

বরেণ্যং স্থলে "বরেণীয়ং", যো নঃ স্থলে " ইও নঃ"।

গায়ত্রী মন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থটি হইতেছে ঃ-

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি সবিতৃ দেবতা বা প্রসবিতা, যাঁহার বরণীয় ভর্গ আমাদের নিত্য ধ্যানের বস্তু, তিনি আমাদের বুদ্ধির প্রচোদয়িতা অর্থাৎ প্রেরক।

ভর্গ অনন্তজ্যোতির গর্ভ, অনন্ত জ্ঞান-বল-ক্রিয়ার খনি, বিষ্ণুরই অভিন্না শক্তি। এই সুমহান ভর্গগুণে ইনি নিত্য দীপ্যমান - দাতা; জলে, স্থলে, অনলে ও অনিলে, কি অন্তরে কি বাহিরে, সকলের যময়িতা - সর্ব্বত্র দেবনশীল - পরম দেবতা।

বহির্জগতে সৃষ্টি কর্ম্মের মূল উৎস যেইখানে, ব্যষ্টি জীবের অন্তর্জগতেও বুদ্ধিপ্রেরণার মূল উৎস ঠিক সেইখানে; কেন্দ্র ভিন্ন নহে-এক। ঋষি আবিষ্কার করিলেন-সাধনার দ্বারা, বিচার দ্বারা নহে। বিচারে সত্যের অনুমান মাত্র হয়, বাস্তবিক দর্শন হয় না। সত্যানুভূতিই -দর্শন। অনুভূতিপ্রাপ্ত ঋষি তাই আনন্দের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন-

"ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"
বেদোজ্জলা বুদ্ধির তিনিই একমাত্র প্রেরক।

অতঃপর আসনে বসিয়া ব্রহ্মস্তুতি পাঠ করিবে।

ব্রহ্মস্তুতি

(মহানির্বাণ তন্ত্র)

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈত-তত্ত্বায় মুক্তি-প্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ১

তুমি নিত্য ও তুমি সর্ব্বলোকের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি চৈতন্যস্বরূপ; বিশ্বের আত্মা, অদ্বৈত-তত্ত্ব ও মুক্তিপ্রদ। তুমি সর্বব্যাপী নির্গুণ ব্রহ্ম; তোমাকে নমস্কার।

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎ কারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ-কর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥ ২

তুমিই একমাত্র শরণ্য, তুমিই অদ্বিতীয় বরণীয়, জগতের তুমিই একমাত্র কারণ, তুমিই বিশ্বরূপ, তুমিই জগতের অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং অন্তে জগতের সংহারকর্ত্তা সেও তুমি। নিশ্চল নির্ব্বিকল্প পরম পুরুষ একমাত্র তুমি।

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥ ৩

তুমি ভয়েরও ভয় প্রদাতা, তুমি ভীষণেরও ভীষণ স্বরূপ; তুমি প্রাণীদিগের এক মাত্র গতি এবং পবিত্রদিগেরও পরম পবিত্রকারক। মহা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও তুমি নিয়ামক। শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকলের মধ্যে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রক্ষাকারীগণেরও তুমি রক্ষক।

পরেশ প্রভো সর্ব্ব-রূপ-অবিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়-অগম্য-সত্য।
অচিন্ত্য-অক্ষর ব্যাপক-অব্যক্ত-তত্ত্ব
জগৎ-ভাসক-অধীশ পায়াদ্ অপায়াৎ ॥ ৪

হে প্রভো ! হে পরেশ ! তুমি সর্ব্বরূপী অবিনাশী অনির্দ্দেশ্য, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য পরম সত্য। হে অচিন্ত্য, হে অক্ষর, হে ব্যাপক, হে অব্যক্ত তত্ত্ব ! জগদ্ভাসক চন্দ্র সূর্য্যাদির তুমি অধীশ্বর অথবা হে জগদ্ভাসক ! হে অধীশ ! তোমার শরণাগতি বিচ্যুতিরূপ অমঙ্গল হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

তৎ-একং স্মরামঃ তৎ-একং জপামঃ
তৎ-একং জগৎ-সাক্ষিরূপং নমামঃ।

সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্বোধি-পোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৫

সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মকে আমরা স্মরণ করিতেছি। তাঁহার শ্রীনাম জপ করিতেছি। জগতের সাক্ষী স্বরূপ সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আমরা প্রণাম করিতেছি। সেই তুমিই একমাত্র সৎ, জগতের একমাত্র নিধান অর্থাৎ আশ্রয়। জগতের আশ্রয় হইয়াও তুমি স্বয়ং আশ্রয় শূন্য। জগতের তুমিই একমাত্র হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, ভব সমুদ্রের পোত স্বরূপ তোমাকেই আমরা আশ্রয় করিলাম।

বিষ্ণু সর্ব্বময়, তিনি নিরাকার, তিনি সাকার, তিনি লীলা বিগ্রহধারী। বহু নামে বহু আকারে উপাসিত কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি দেববিগ্রহ অচিন্ত্যস্বরূপ বিষ্ণুরই গুণময় মুর্ত্তি। ঋষি বলিয়াছেন ঃ-

"একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।"

অতঃপর চণ্ডীপাঠ করিবে।

অশক্ত পক্ষে বিঘ্ননাশিনী দুর্গাস্তব পাঠ করিতে হইবে।

শ্রী শ্রী দুর্গাষ্টকম্
(জাগরণ)

ওঁ বিশ্বেশ্বরীং দশভূজাং ত্রিদশাভিবন্দ্যাম্,
সংসার-সিন্ধু তরণীং জগতাং প্রসূতিম্।
গৌরীং গণেশ-জননীং গিরিরাজ-কন্যাম্,
শ্রীপার্ব্বতীং ভগবতীং প্রণমামি দুর্গাম্ ॥ ১

বিম্বাধরাং শশধরার্দ্ধ-নিবদ্ধ মৌলিম্,
স্মেরাননাং তরুণ-যৌবন-দীপ্ত কান্তিম্।
উত্তপ্ত-কাঞ্চন-নিভাং রমণীয়-মুর্ত্তিম্,
শ্রীপার্ব্বতীং ভগবতীং প্রণমামি দুর্গাম্ ॥ ২

সৌম্যাং-সুচারু-দশনাং সুমৃণালবাহুম্
পূর্ণেন্দু-সুন্দর-মুখীং তনুমধ্যদেহাম্।
পীযূষ-কুম্ভ-সদৃশ স্তনভার-নম্রাম্,
শ্রীপার্ব্বতীং ভগবতীং প্রণমামি দুর্গাম্ ॥ ৩

মাণিক্য-বদ্ধ-মুকুটাং মৃগরাজ সংস্থাম্,
রক্তাম্বরাং বিবিধ-ভূষণ ভূষিতাঙ্গীম্।
দেবীং মহেশ-মহিষীং মহিষাসুরঘ্নীম্,
শ্রীপার্ব্বতীং ভগবতীং প্রণমামি দুর্গাম্ ॥ ৪

শূলাসি খেটক-শরাঙ্কুশ-শক্তি-পাশান্,
চক্রং ধনুঃ পরশুমাদধতীং ত্রিনেত্রাম্।

লক্ষ্মী-স্বহস্ত পরিমার্জিত-পাদ-পদ্মাম্,
শ্রীপার্ব্বতীং ভগবতীং প্রণমামি দুর্গাম্ ॥ ৫

সংবিভ্রতীং জঘন-লম্বি-জটা-কলাপম্,
যোগেশ্বরীং নিখিলতত্ত্বময়ীমনাদ্যাম্ ।
সর্ব্বেশ্বরীং সকল-দুঃখ-বিনাশ-কর্ত্রীম্,
শ্রীপার্ব্বতীং ভগবতীং প্রণমামি দুর্গাম্ ॥ ৬

কাত্যায়নীং গুণময়ীমতুলাং প্রসন্নাং,
পাপাপহাং হিতকরীং বিহিত-ত্রিভঙ্গাম্।
শুম্ভাদিদৈত্য-দলনীং হত রক্তবীজান্,
শ্রীপার্ব্বতীং ভগবতীং প্রণমামি দুর্গাম্ ॥ ৭

ক্ষেমঙ্করীং ভয়হরাং ভব-রোগ-হন্ত্রীম্,
স্বর্গাপবর্গফলদাং বরদাং বরেণ্যাম্।
দারিদ্র্য-দুঃখ শমনীং করুণার্দ্র-চিত্তাম্,
শ্রীপার্ব্বতীং ভগবতীং প্রণমামি দুর্গাম্ ॥ ৮

প্রণাম

ওঁ মেনকা-গর্ভ-সম্ভূতে! পাহি মাং শৈল-নন্দিনী!
নমস্তে শরণং ত্বং হি নমস্তে শঙ্কর-প্রিয়ে। ১
সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে ! শিবে ! সর্ব্বার্থ-সাধিকে !
শরণ্যে! ত্র্যম্বকে! গৌরি! নারায়ণি! নমোহস্তু তে। ২

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং ! শক্তি-ভূতে! সনাতনি !
গুণাশ্রয়ে ! গুণময়ে ! নারায়নি ! নমোহস্তু তে। ৩
শরণাগত - দীনার্ত্ত - পরিত্রাণ-পরায়ণে
সর্ব্বস্যার্ত্তি-হরে! দেবি ! নারায়নি ! নমোহস্তু তে। ৪
সর্ব্বস্বরূপে ! সর্ব্বেশে ! সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতে !
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি ! দুর্গে ! দেবি ! নমোহস্তু তে। ৫
মহিষঘ্নি ! মহামায়ে ! চামুণ্ডে ! মুণ্ড-মালিনী !
আয়ুরারোগ্য-বিজয়ং দেহি দেবি ! নমোহস্তু তে। ৬
প্রসীদ ভগবত্যম্ব ! প্রসীদ ভক্ত-বৎসলে !
প্রসাদং কুরু মে দেবি ! দুর্গে! দেবি ! নমোহস্তু তে। ৭
কাত্যায়ণি ! মহামায়ে ! মহাযোগিণ্যধীশ্বরী !
বিষ্ণুপদে পরাং ভক্তিং দেহি মে দেব-দুর্ল্লভাম্। ৮

অনন্তর

শিব-স্তুতি

(স্বামী জগদানন্দ পুরী)

ওঁ শিব হর হর ব্যোম্।
যায় যায় হলো বেলা, ভাঙ্গহ ভবের খেলা
বিঘ্ন বিনায়ক ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

যোগাইতে নাহি পারি, সুজীর্ণ সাধনা তরী,
ত্রাহি দীনে দীননাথ ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

জীবন-জোয়ার-নীর, মুহূর্ত্তেক নহে স্থির,
ডাকি ভয়ে ভয়হারী ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

ভাঁটার প্রখর টানে, অজপা হাল নাহি মানে,
ধর কর্ণ কর্ণধার ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

ইন্দ্রিয়াদি দাঁড়িগণে, ভাঁটা অনুকূলে টানে,
বন্ধু নাহি দীনবন্ধু ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

ভয়ে মরি দেখি পাড়ি, রিপু সুখে গায় সারি,
কাণ্ডারী বিহীন তরী ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

এ দুস্তরে কে নিস্তারে, কাল ফিরে আড়ে আড়ে,
বড় ভয় লাগে নাথ ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

মরীচিকা জলভ্রমে, জীব-মৃগ সদা ভ্রমে,
বাধা কেবা দিবে বিভু ওম্।

ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

সহজাত কর্ম্মফল, ভোগে হৈনু হীন বল,
সবল কে করে প্রভু ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

পিতামাতা সুতদার, সকলি তুমি আমার
হৃদয়ের স্বামী তুমি ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

গঙ্গা যমুনার জলে, জীব মীন সদা খেলে,
ধরিতে না পারি নাথ ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

সরস্বতী নদী মাঝে, উলট কমল রাজে,
ফিরাইতে নারি প্রভু ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

ত্রিবেণী সঙ্গম স্থানে, বিগতি জোয়ার টানে,
অস্থির তরণী সদা ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

প্রসহ্য ঝড়ের জোরে, সহজ বাদাম ছিঁড়ে,
ঘুরি ঘন পাকে ত্রাহি ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

তরী করে টলমল, উথলে অগড়া জল,
রক্ষ মাং মহেশ ঈশ ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

ত্রিগুণ রশিতে হাল, কষিয়া বেঁধেছে কাল,
ফিরেনা বিপদ বারি ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

মরিতে নাহিক বাধা, না হইল নাম সাধা,
এই দুঃখ দুঃখহারী ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

পাগল করিয়া মোরে, আছ তুমি আড়ে আড়ে,
নিরঞ্জন নিরাভাস ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

স্বালয়ে রয়েছ তুমি, নিরালম্ব পুরে আমি,
পেতে নারি আবলম্বন ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

কাঁদিলে না শুন জ্বালা, নিঠুরের মত কালা,
প্রাণে কি বেঁধেছ শিলা ওম্।
ওঁ শিব হর হর ব্যোম্ ॥

(তৎপর ভোগ আরতি দিতে হইবে)
প্রসাদ পাইতে বসিয়া পাঠ করিবে

হরি ওঁ তৎসৎ, হরি ওঁ তৎসৎ
হরি ওঁ তৎসৎ।
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

ওঁ শ্রী ভগবানুবাচ

ওঁ ঊর্দ্ধ-মূলম্-অধঃ-শাখম্-অশ্বত্থং প্রাহুঃ অব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥
ওঁ ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্ ইদম্ উক্তং ময়া অনঘ।
এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥
ওঁ ব্রহ্ম-অর্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্ম-অগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা ॥

জয় জয় মহাপ্রসাদানন্দে
হরি হরি বল
বলিয়া প্রসাদ পাইবে।

মধ্যাহ্নে

আহারান্তে আধঘন্টা বিশ্রাম, পরে শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা করিতে বসিয়া পাঠ করিতে হইবে ঃ-

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভূনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ,
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ - ২/১/২

হে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ! আমরা পরস্পর একজন যেন অপরকে তোমার কৃপাবলে রক্ষা করিতে সক্ষম হই। তোমার অনুগ্রহে আমরা সকলে পরমপ্রীতির সহিত সম্মিলিত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতে যেন পারি।

হে কৃপানিধে ! তোমার সহায় বলে একে অন্যের শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকি। হে সর্ব্ববিদ্যাময় ! জল্পবিতণ্ডাদি বিরুদ্ধবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আমাদের পঠন পাঠন জয়যুক্ত হউক। হে প্রেমময়! তুমি এরূপ কৃপা কর, যাহাতে আমরা পরস্পর বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্ররূপে সদা অবস্থান করিতে পারি। তোমার কৃপায় আমাদের (অধ্যাত্ম) শারীরিক ব্যাধি যেন নিরাকৃত হয়। (আধিভৌতিক) অন্য প্রাণীগণ হইতে আগত দুঃখ যেন আমাদিগকে অভিভূত না করে। (আধিদৈবিক) মন, প্রাণ, ইন্দ্রয়-বিকার-জনিত অশুদ্ধি ও চঞ্চলতার দরুণ আমরা যেন সন্তাপগ্রস্ত না হই।

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব ॥

হে পরমেশ্বর ! তুমি সর্ব্ববিদ্যার প্রকাশক ও সর্ব্বানন্দদাতা, তুমি সর্ব্বশক্তিমান। সর্ব্বজগতের উৎপাদক। কৃপাপূর্ব্বক আমাদের যে সমস্ত অপগুণ রহিয়াছে তৎসমুদয়কে দূর করিয়া দাও অর্থাৎ সমস্ত দুষ্টগুণ হইতে যেন আমরা মুক্ত হইয়া শুচিশুদ্ধ হই। আমাদের চরম মঙ্গল মুক্তির পথ নিষ্কন্টক কর, যেন ভোগে আমাদের মোক্ষানন্দ ঘটে।

সর্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ ॥
গরুড়পুরাণ - ৪৫/২০

হে প্রভো! সকলের মঙ্গল হউক, আদিব্যাধি মুক্ত হউক সকলেই, সকলের ভদ্রদর্শন (কর্ম্মের তলে তলে ধর্ম্মের আলো লাভ) হউক, যেন আমাদের মধ্যে কেহ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া দুঃখভাগী না হয়।

অপরাহ্নে

তিন ঘটিকা হইতে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত আশ্রমে উপস্থিত মতে যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান।

সায়াহ্নে

১০ মিনিট মৌনভাবে ইষ্টধ্যান ও জপ

পরে

সন্ধ্যারতি

গুরুরূপে জগদ্‌গুরু জীবকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা কৃপা করেন।

গুরুস্তুতি

ওঁ অখণ্ড-মন্ডল-আকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১

ওঁ অজ্ঞান-তিমির-অন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুঃ-উন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২

ওঁ গুরুঃ ব্রহ্মা গুরুঃ বিষ্ণুঃ গুরুঃ দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩

ওঁ অনেক-জন্ম-সংপ্রাপ্ত-কর্ম্মবন্ধ-বিদাহিনে।
আত্মজ্ঞান-প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪

ওঁ সংসার-বৃক্ষম্-আরূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনোধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৫

ওঁ চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৬

ওঁ ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৭

ওঁ সর্ব্ব-শ্রুতি-শিরো-রত্ন-বিরাজিত পদাম্বুজম্।
বেদান্ত-অম্বুজ-সূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৮

ওঁ মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৯

ওঁ চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
বিন্দু-নাদ-কলা অতীতঃ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১০

ওঁ নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্ ॥ ১১

ওঁ বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং জগদ্‌গুরুম্।
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং সর্ব্বসংস্থিতম্ ॥ ১২

ওঁ আব্রহ্ম-স্তম্ভ-পর্য্যন্তং পরমাত্ম-স্বরূপকম্।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব প্রণমামি জগন্ময়ম্ ॥ ১৩

ওঁ ধ্যানমূলং গুরোঃ মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোঃ বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপাঃ ॥ ১৪

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দন্দ্বাতীতং গগণসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্ ॥
ওঁ একং নিত্যং বিমলম্-অচলং সর্ব্বধী-সাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণ-রহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥ ১৫

ওঁ আনন্দম্-আনন্দ-করং প্রসন্নং
যোগীন্দ্র-মীড্যং ভবরোগ-বৈদ্যম্।
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধ-রূপ্যং
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নিত্যমহং ভজামি ॥ ১৬

হরি ওঁ শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি,
হরি ওঁ শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি।
হরি ওঁ শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি,
হরি ওঁ শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি ॥ ১৭

প্রণাম

ওঁ নমোঽস্তু গুরবে যস্মিন্ পদ্মপলাশলোচনে।
জগদানন্দরূপায় সচ্চিদানন্দদায়িনে ॥

প্রার্থনা

ওঁ অসতো মা সদ্‌গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময় ॥
মৃত্যো র্মা অমৃতং গময়।
আবিরাবি র্ম এধি ॥
ওঁ রুদ্র ! যস্তে দক্ষিণং মুখং।
তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥

হে সর্ব্বজ্ঞানময় প্রভো! তুমি প্রকাশ স্বরূপ। আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে আলোকে এবং মৃত্যুময় সংসার হইতে অমৃত অভয় স্বরূপে আমাকে নিয়ে যাও। হে বিপদ-ভঞ্জন, ভয়েরও ভয়প্রদাতা, তোমার যে সর্ব্বজীবের প্রতি দাক্ষিণ্যভাব (সমান দয়া করিবার ভাব) রহিয়াছে, তদ্দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

প্রেমময় প্রেমময় সবার জীবন।
রুদ্ধদ্বার খোল মোর দাও দরশন ॥
তোমার আলোকে হোক সবার প্রকাশ।
ওগো কর্ত্তা ! অবিনাশি ! ওগো শ্রীনিবাস !
স্বপ্রকাশ চিদানন্দ অমৃতের খনি।
"শ্রীগুরুজগদানন্দ" জাগাও অবনী ॥

শ্রী গুরু বন্দনা

ওঁ মুক্তসঙ্গ পূর্ণানন্দ
জয় গুরু জয় জগদানন্দ।

শুদ্ধ বুদ্ধ সত্যসন্ধ
জয় গুরু জয় জগদানন্দ।

আত্মারাম প্রেমানন্দ
জয় গুরু জয় জগদানন্দ।

নিত্য সত্য ব্রহ্মানন্দ
জয় গুরু জয় জগদানন্দ।

সত্য শিব সচ্চিদানন্দ
জয় গুরু জয় জগদানন্দ।

পূর্ণব্রহ্ম পরমানন্দ
জয় গুরু জয় জগদানন্দ।

গুরু বন্দনা

ভব সাগর তারণ কারণ হে
রবি-নন্দন-বন্দন-খণ্ডন হে।
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে
গুরুদেব ! দয়া কর দীনজনে ॥ ১

হৃদিকন্দর-তামস-ভাস্কর হে
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে।
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে।
গুরুদেব ! দয়া কর দীনজনে ॥ ২

মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে।
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে
গুরুদেব ! দয়া কর দীনজনে ॥ ৩

কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে
হৃদি গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে।
মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে
গুরুদেব ! দয়া কর দীনজনে ॥ ৪

রিপুসূদন মঙ্গল-নায়ক হে
সুখ শান্তি বরাভয় দায়ক হে।
ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে
গুরুদেব ! দয়া কর দীনজনে ॥ ৫

অভিমান প্রভাব বিমর্দ্দক হে
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে।
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে
গুরুদেব ! দয়া কর দীনজনে ॥ ৬

তব নাম সদা শুভ সাধক হে
পতিতাধম-মানব-পাবক হে।
মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে
গুরুদেব ! দয়া কর দীনজনে ॥ ৭

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে
ভব রোগ-বিকার-বিনাশক হে।
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে
গুরুদেব ! দয়া কর দীনজনে ॥ ৮

(গুরুর দ্বারা আত্মশক্তির প্রকাশ। আপন জীবনে আত্মশক্তির কার্য্য লক্ষ্য করিতে)

দশমহাবিদ্যার স্তুতি

(স্বামী জগদানন্দ পুরী)

ত্বং কালী কালহরা ওঁ,
মহামেঘ-স্বরূপিনী, মহাকাল-বিলাসিনী,
অনাদ্যা অপরাজিতা ত্বং।
ত্বং কালী কালহরা ওঁ ॥

তারা তেজ-স্বরূপিনী, মহেশ-মনোমোহিনী,
জ্ঞানালোক-বিকাশিনী ত্বং।
ত্বং কালী কালহরা ওঁ ॥

এস মা ষোড়শী বালা, ঘুচাও ত্রিতাপ জ্বালা,
ষোড়শ শকতি-রূপা ত্বং।
ত্বং কালী কালহরা ওঁ ॥

কোথা মা ভুবনেশ্বরী, ভবঘোরে ঘুরে মরি,
ভবেশ-ভাবিনী শিবা ত্বং।
ত্বং কালী কালহরা ওঁ ॥

নমস্তে ভৈরবী ভীমা, ত্রিভুবনে অনুপমা,
মহাবীর্য্যা বীরশক্তি ত্বং।
ত্বং কালী কালহরা ওঁ ॥

বিকাশ-বিলয়-রূপা, বিপন্নেরে কর কৃপা,
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী ত্বং।
ত্বং কালী কালহরা ওঁ ॥

কাকধ্বজ-রথারূঢ়া, রিপুহরা সূর্পকরা,
মহাশক্তি ধূমাবতী ত্বং।
ত্বং কালী কালহরা ওঁ ॥

আয় মা ভক্ত বৎসলা, প্রসিদ্ধা সতী বগলা,
ঈশ্বরী পরমা কলা ত্বং।
ত্বং কালী কালহরা ওঁ ॥

মাতঙ্গী মহেশজায়া, মোহনাশিনী অভয়া,
ভূবারহারিণী জয়া ত্বং।
ত্বং কালী কালহরা ওঁ ॥

ত্বং হি রাজরাজেশ্বরী, রাখ পুত্রে নাশ অরি,
কমলা কমলালয়া ত্বং।
ত্বং কালী কালহরা ওঁ ॥

ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে, আয় মা সমর রঙ্গে,
সঙ্কটনাশিনী শিবা ত্বং।
ত্বং কালী কালহরা ওঁ ॥

কিঙ্করের ক্লেশ জানি, কৃপা কর ত্রিনয়নী
দুর্গতিহারিণী দুর্গা ত্বং।
ত্বং কালী কালহরা ওঁ ॥

পুরুষোত্তম সর্ব্বরূপী ও সর্ব্ববিদ্যাময়।

পুরুষোত্তম স্তব

(স্বামী জগদানন্দ পুরী)

ত্বং হি চেতন, প্রেম কেতন,
প্রেম স্বরূপ ওম্।

ত্বং হি অরূপ, ত্বং হি বিরূপ,
ত্বং হি ত্রিরূপ ওম্ ॥

ত্বং হি সগুণ, ত্বং হি বিগুণ,
গুণ রহিত ওম্।

চর অচর, ত্বং হি গোচর,
ত্বং হি অতীত ওম্ ॥

শেষ অশেষ, ত্বং হি বিশেষ,
শেষ শয়ন ওম্।

ঈশ মহেশ, ভব ভবেশ,
ভূত-ভাবন ওম্ ॥

জীবন মরণ, শাসক শাসন,
দেহ দেহী চ ওম্।

করণ কারণ, বিধাতা বিধান,
স্রষ্টা সৃজন ওম্ ॥

ত্বমসি তড়িৎ, করকা তারক,
তাপ তপন ওম্।

অনল অনিল, ভূধর সলিল,
ত্বং হি ভুবন ওঁ ॥

ছুটেছে বিজলি, আলোকি গগন,
ডাকে জ্যোতির্ম্ময় ওম্।

আবরি আকাশ, ডাকিছে জলদ,
সখা নীলকায় ওম্ ॥

দেব যক্ষ রক্ষ, যুগপাণি ভাবে,
বিনয়ে নমিছে ওম্।

গ্রহ উপগ্রহ, চৌদিকে বেড়িয়া,
ঘুরিয়া গাহিছে ওম্ ॥

মাস ঋতু পক্ষ, বার অনিবার
প্রকাশে মহিমা ওম্।

সৃজন পালন, লয়ের কারণ,
ঘোষিছে গরিমা ওম্ ॥

ধরিত্রী ডাকিছে হরি, তুমি ধরাধরধারী,
ভার-বারণ -কারী ওম্।

ডাকে জল হে পরেশ, দেহে তুমি বট রস,
তার ত্রিতাপবারি ওম্ ॥

জ্যোতিঃ বলে তুমি স্বামী, তোমার কণিকা আমি,
রূপ ভূপতি বিভু ওম্।

ত্রিলোক আলোক হরি, অলক্ষ্যে নিবাসকারী,
লক্ষ প্রণতি প্রভু ওম্ ॥

অনিলে পরশ গতি, তুমি অগতির গতি,
গায় ভুবন ভরি ওম্।

ডাকে ব্যোম্ ওম্ ওম্, ওম্ বলে ব্যোম্ ব্যোম্,
যোগে পারের তরী ওম্ ॥

সাকার ও নিরাকার উভয়টি পুরুষোত্তমের বিভাব।
তাঁহার প্রভাব ধামে ধামে স্মরণ ও মননার্থ।

শ্রী শ্রী বদরীনারায়ণ স্তুতি

শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবম্।
শ্রীকাশীনাথ বিশ্বেশ্বরম্ ॥

ওঁ পবন-মন্দ-সুগন্ধ শীতল
হেম মন্দির-শোভিতম্।
শ্রীনিকটে গঙ্গা বহত নির্ম্মল
শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥

শ্রী গুরু কেদারনাথ সদাশিবম্।
শ্রীকাশীনাথ বিশ্বেশ্বরম্ ॥

শেষ সুমীরণ করত নিশিদিন
ধরত ধ্যান মহেশ্বরম্।
বেদ-ব্রহ্মা করত জয় জয়
শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥

শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবম্।
শ্রীকাশীনাথ বিশ্বেশ্বরম্ ॥

ইন্দ্র-চন্দ্র কুবের ধুনি কর
ধূপ দীপ-প্রকাশিতম্।

শ্রীসিদ্ধ-মুনিজন করত জয় জয়
শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥

শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবম্।
শ্রীকাশীনাথ বিশ্বেশ্বরম্ ॥

শক্তি-গৌরী-গণেশ নারদ
মুনি ধুনি উচ্চরৈঃ।
যোগী ধ্যানীর অপার মহিমা
শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥

শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবম্।
শ্রীকাশীনাথ বিশ্বেশ্বরম্ ॥

যক্ষ-কিন্নর করত কৌতুক
জ্ঞান-গন্ধ প্রকাশিতম।
শ্রীলছ্মী কমলা চামর ডোরে
শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥

শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবম্
শ্রীকাশীনাথ বিশ্বেশ্বরম্ ॥

কৈলাশমে এক দেব নিরঞ্জন
শৈল-শেখর মহেশ্বরম্।
রাজা যুধিষ্ঠির করত জয় জয়
শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥

শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবম্ ।
শ্রীকাশীনাথ বিশ্বেশ্বরম্ ॥

শ্রীবদ্রীনাথকে পঞ্চরত্নম্
পঠত পাপ বিনাশনম্ ।
কোটি তীরথ ভয়েহ পুণ্যম্
প্রাপকে ফলদায়কম্ ॥

শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবম্ ।
শ্রীকাশীনাথ বিশ্বেশ্বরম্ ॥

জয় শিব শঙ্কর গৌরী শম্
বন্দে গঙ্গা ধরণী শম্ ।
রুদ্রং পশুপতি বিশ্বনাথ
কাল হরা কাশী পূর্ণা তম্ ॥
ভজপার-লোচন-পরমানন্দ
নীলকণ্ঠ ত্বং শরণম্ ।
বম্ আবা গমন মিঠাও য়ে
শঙ্কর ভজ মন বারং বারম্
অসুর নিকন্দন, ভব দুঃখ ভঞ্জন,
সেবককে প্রতিপালম্ ।
শঙ্কর ভজ মন বারং বারম্ ॥

জগতের মঙ্গলার্থে পুরুষোত্তমের আবাহন

আবাহনী

আবার বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য সুদর্শনধারী
এস এস হৃষীকেশ ধরার ভার হারী ॥

বহুদিন গত হয়, কুরুক্ষেত্রে ধনঞ্জয়,
শুনেছিল তব মুখে গীতামৃত বাণী ।
কত পাপী তাপী তরে গেল তত্ত্ব কথা শুনি ॥

পালতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, বুঝাতে বেদ বিধির মর্ম্ম,
জাগাও আবার লুপ্ত ধর্ম সুপ্ত হৃদি মাঝে ।
আমি জন্মি যেন তোমার নামে মরি তোমার কাজে ॥

দাও শ্রদ্ধা দাও ভক্তি দাও সেবা অনুরক্তি,
ঢাল প্রাণে নবশক্তি গীতামৃত দিয়ে ।
আমার নীরস প্রাণ সরস কর, তত্ত্ব বাণী গেয়ে ॥

কুরুক্ষেত্রের ঐ জয় গান গাওহে আবার হে ভগবান,
কাতরে করি আহ্বান, গোলকবিহারী ।
বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য সুদর্শনধারী ॥
এস এস হৃষীকেশ ধরার ভার হারী ॥

(নাম কীর্ত্তন)

প্রণাম

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত-ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ (৩)

ওঁ হে কৃষ্ণ ! করুণাসিন্ধো ! দীনবন্ধো ! জগৎপতে।
গোপেশ ! গোপিকাকান্ত ! রাধাকান্ত ! নমোঽস্তু তে ॥

ওঁ জনার্দ্দন ! জগদ্বন্ধো ! শরণাগত পালক।
তদ্দাস দাস-দাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো ॥

ওঁ মৎসমঃ পাতকী নাস্তি তৎসমো নাস্তি পাপহা।
ইতি মত্বা দয়াসিন্ধো ! রক্ষ মাং সর্ব্বসঙ্কটাৎ ॥

ওঁ অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তে অহর্নিশং ময়া।
দাসোঽহং ইতি মাং মত্বা ক্ষম্যতাং পরমেশ্বর ॥

বৈষ্ণব প্রণাম

ওঁ বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যঃ এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

মধ্য রাত্রে

দশ মিনিট মৌনভাবে অজপা ধ্যান।

নাম কীর্ত্তন।

প্রাণায়াম, ইষ্টধ্যান তৎপর শয়ন।

শেষরাত্রে

৪.৩০ ঘটিকার সময় মঙ্গল আরতি

নাম কীর্ত্তন ও মধুসূদন স্তুতি ॥

মধুসূদন স্তুতি

ওঁ - ইতি জ্ঞান মাত্রেণ, রাগাজীর্ণেন জীর্যতঃ।
কাল নিদ্রাং প্রপন্নোঽস্মি, ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১

ন- ন গতির্বিদ্যতে নাথ, ত্বমেকং শরণং প্রভো।
অনাশ্রয়ম্ অনাথঞ্চ, ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ২

মো - মোহিত মোহজালেন, পুত্রদারা গৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোঽস্মি, ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৩

ভ - ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ, দুঃখ-শোকাতুরং প্রভো।
পাপ-পঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি, ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৪

গ - গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি, দীর্ঘং সংসারবর্ত্মসু।
যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি, ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৫

ব - বহবো হি ময়া দৃষ্টা, যোনিদ্বারঃ পৃথক্ পৃথক্।
গর্ভবাসে মহদ্ দুঃখং, ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৬

তে - তেন দেব প্রপন্নোঽস্মি, ত্রাণার্থং তৎপরায়ণঃ।
জগৎ-সংসার-মোক্ষার্থং, ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৭

বা - বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণানোপপাদিতং।
সোঽহং দেব দুরাচারঃ, ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৮

সু - সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিৎ, দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
দুঃখার্ণবে নিমগ্নোঽস্মি, ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৯

দে - দেহান্তর সহস্রাণাং, প্রাপিতং ভ্রমিতং ময়া।
বর্ত্তিতঞ্চ মনুষ্যাণাং, ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১০

বা - বাসুদেব ইতি সর্ব্বং, চিন্তয়ামি পুনঃ পুনঃ।
জরামরণ-ভীতোঽস্মি, ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১১

য় - যত্র যত্র হি জাতোঽস্মি, স্ত্রীষু বা পুরুষেষু বা।
তত্র তত্রাচলা ভক্তিঃ, ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১২

তৎপরে প্রণাম

প্রণাম পূর্ববৎ

অনন্তর স্ব স্ব কক্ষে গিয়া আসন, প্রাণায়াম ও ধ্যান।

পরিশিষ্ট

জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী স্তোত্রম্

ছাত্র-ছাত্রীরা ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিবে।

ধ্যান

(পদ্ম পুরাণ)

ওঁ তরুণ-শকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচ-ভর-নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে
নিজ-কর-কমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ
সকল-বিভব-সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্ দেবতা নঃ ॥

হ্রীংহ্রীং হৃদ্যৈকবীজে, শশীরুচি কমলা, কল্পে-বিস্পষ্ট শোভে।
ভব্যে ভব্যানুকূলে, কুমতি-বনদবে, বিশ্ব-বন্দ্যাঙ্ঘ্রি-পদ্মে ॥
পদ্মে পদ্মোপবিষ্টে, প্রণত-জনমন, মোদ সম্পাদয়িত্রী।
প্রোৎফুল্লে জ্ঞানকূটে, হরিনিজ দয়িতে, দেবি সংসার সারে ॥ ১

ঐঁ ঐঁ ঐঁ ইষ্টমন্ত্রে, কমল ভব-মুখ, অম্বুজ ভূতি-স্বরূপে।
রূপারূপ প্রকাশে, সকল গুণময়ে, নির্গুণে নির্ব্বিকারে ॥
ন স্থূলে নাপি সূক্ষ্মে, অপ্যবিদিত বিষয়ে, নাপি বিজ্ঞাত তত্ত্বে।
বিশ্বে বিশ্বান্তরালে, সুরবর নমিতে, নিষ্কলে নিত্য শুদ্ধে ॥ ২

হ্রীং হ্রীং হ্রীং জাপতুষ্টে, হিমরুচি-মুকুটে, বল্লকী-ব্যগ্র-হস্তে।
মাত র্মাত র্নমস্তে, দহ দহ জড়তাং, দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাম্ ॥
বিদ্যে বেদান্তগীতে, শ্রুতি পরিপঠিতে, মোক্ষদে মুক্তিমার্গে।
মার্গাতীত-প্রভাবে, ভব মম বরদা, শারদে শুভ্র হারে ॥ ৩

ধীঁ ধীঁ ধীঁ ধারণাখ্যে, ধৃতিমতি নুতীভিঃ, নামভিঃ কীর্ত্তনীয়ে।
নিত্যে অনিত্যে নিমিত্তে, মুনিগণ নমিতে, নূতনে বৈ পুরাণে ॥
পুণ্যে পুণ্যপ্রবাহে, হরিহর নমিতে, নিত্য শুদ্ধে সুবর্ণে।
মাত্রে মাত্রার্দ্ধ-তত্ত্বে, ত্রিভূবন জয়দে, মাধব-প্রীতিদানে ॥ ৪

হ্রীং ক্ষীং ধীং হ্রীং স্বরূপে, দহ দহ দুরিতং, পুস্তক-ব্যগ্র-হস্তে।
সন্তুষ্টাকার-চিত্তে, স্মিতমুখি সুভগে, জম্ভ-নিস্তম্ভ-বিদ্যে ॥
মোহে মুগ্ধ প্রবাহে, কুরু মম কুমতি, ধ্বান্ত-বিধ্বংস মীড্যে।
গী র্গৌ র্বাগ্ ভারতী ত্বং, কবি-বৃষ-রসনা, সিদ্ধিদা-সিদ্ধবিদ্যা ॥ ৫

স্তৌমি ত্বাং ত্বাঞ্চ বন্দে, ভজ মম রসনাং, মা কদাচিৎ ত্যজেথাঃ।
মা মে বুদ্ধির্বিরুদ্ধা, ভবতু ন চ মনো, দেবি মে জাতু পাপম্ ॥
মা মে দুঃখং কদাচিৎ, বিপদি চ সময়ে, অপ্যাস্তু মে নাকুলত্বং।
শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে, প্রসবতু মমধীঃ, মাস্তু কুণ্ঠা কদাচিৎ ॥ ৬

ফলশ্রুতি

ইত্যেতৈঃ শ্লোকমুখ্যৈঃ, প্রতিদিনমুষসি, স্তৌতি যো ভক্তিনম্রো।
বাণী বাচস্পতেঃ, অপ্যভিমতবিভবো, বাক্পটুর্মৃষ্টপঙ্কঃ ॥
স স্যাদিষ্টার্থলাভী, সুতমিব সততং, রক্ষতি সা চ দেবি।
সৌভাগ্যং তস্য গেহে, প্রসরতি কবিতা, বিঘ্নমন্তং প্রয়াতি ॥ ৭

ব্রহ্মচারী ব্রতী মৌনী ত্রয়োদশ্যাং নিরামিষঃ।
সারস্বতো নরঃ পাঠাৎ স স্যাদিষ্টার্থলাভবান্ ॥ ৮

পক্ষদ্বয়েঽপি যো ভক্ত্যা ত্রয়োদশ্যৈকবিংশতিম্।
অবিচ্ছেদং পঠেদ্ধীমান্ ধ্যাত্বা দেবীং সরস্বতীম্ ॥ ৯

শুক্লাম্বরধরাং দেবীং শুক্লাভরণ ভূষিতাম্।
বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নোতি স লোক নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০

ইতি ব্রহ্মা স্বয়ং প্রাহ সরস্বত্যাঃ স্তবং শুভম্।
প্রযত্নেন পঠেন্নিত্যং সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১১

গায়ত্রী

ওঁ বাগ্দেব্যৈ বিদ্মহে, কামরাজায় ধীমহি। তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ ॥

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদাঙ্গবেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা ॥
এষ সচন্দন-পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ

প্রার্থনা মন্ত্র

ওঁ যথা ন দেবো ভগবন্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
তাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেত্তথা ভব বরপ্রদা ॥

ওঁ বেদাঃ সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ ॥

ওঁ লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টি গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্ম্মাং সরস্বতি ॥

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ জয় জয় দেবি চরাচরসারে।
কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে ॥
বীণাপুস্তকরঞ্জিত হস্তে।
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে ॥

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তু তে ॥

শ্রী শ্রী বিষ্ণুপঞ্জর স্তোত্রম্

ওঁ অস্য শ্রীবিষ্ণুপঞ্জর-স্তোত্রমন্ত্রস্য, নারদ ঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দঃ। শ্রীবিষ্ণুঃ পরমাত্মা দেবতা। অহং বীজম্, সোঽহং শক্তিঃ, ওঁ হ্রীং কীলকম্, সর্ব্বদেহ রক্ষণার্থং জপে বিনিয়োগঃ। শিরসে নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে শ্রীপরমাত্মা দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে অহং বীজায় নমঃ, পাদয়ো সোঽহং শক্তয়ে নমঃ, পাদাগ্রে ওঁ হ্রীং কীলকায় নমঃ।

ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ ইতি মন্ত্র।

ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রূং মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইতি করন্যাসঃ।

ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হুম্, ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্, ইতি অঙ্গন্যাসঃ।

ধ্যান

ওঁ পরং পরস্মাৎ প্রকৃতেরনাদিমেকং নিবিষ্টং বহুধা গুহায়াম্।
সর্ব্বালয়ং সর্ব্বচরাচরস্থং নমামি বিষ্ণুং জগদেকনাথম্ ॥ ১

বিষ্ণুপঞ্জরকং দিব্যং সর্ব্বদুষ্ট নিবারণম্।
উগ্রতেজো মহাবীর্য্যং সর্ব্বশত্রুনিকৃণতনম্ ॥ ২

ত্রিপুরং দহমানস্য হরস্য ব্রহ্মণোদিতম্।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি আত্মরক্ষাকরং নৃণাম্ ॥ ৩

পাদৌ রক্ষতু গৌবিন্দঃ জঙ্ঘে চৈব ত্রিবিক্রমঃ।
উরু মে কেশবঃ পাতু কটীং চৈব জনার্দ্দনঃ ॥ ৪

নাভিং চৈবাচ্যুতঃ পাতু গুহ্যং চৈব তু বামনঃ।
উদরং পদ্মনাভশ্চ পৃষ্ঠং চৈব তু মাধবঃ ॥ ৫

বামপার্শ্বং তথা বিষ্ণুর্দক্ষিণং মধুসূদনঃ।
বাহু মে বাসুদেবশ্চ হৃদি দামোদরস্তথা ॥ ৬

কণ্ঠং রক্ষতু বারাহঃ কৃষ্ণশ্চ মুখমণ্ডলম্।
মাধবঃ কর্ণমূলেতু হৃষীকেশশ্চ নাসিকে ॥ ৭

নেত্রে নারায়ণো রক্ষেৎ ললাটং গরুড়ধ্বজঃ।
কপালৌ কেশবোরক্ষেৎ বৈকুণ্ঠঃ সর্ব্বতোদিশম্ ॥ ৮

শ্রীবৎসাঙ্কশ্চ সর্ব্বেষাম্ অঙ্গানাং রক্ষকো ভবেৎ।
পূর্ব্বস্যাং পুন্ডরীকাক্ষঃ আগ্নেয্যাং শ্রীধরস্তথা ॥ ৯

দক্ষিণে নারসিংহশ্চ নৈঋত্যাং মাধবোহবতু।
পুরুষোত্তমো বারুণ্যাং বায়ব্যাঞ্চ জনার্দ্দনঃ ॥ ১০

গদাধরস্তু কৌবের্য্যাম ঐশান্যাং পাতু কেশবঃ।
আকাশে চ গদা পাতু পাতালে চ সুদর্শনঃ ॥ ১১

সন্নদ্ধঃ সর্ব্বগাত্রেষু প্রবিষ্টো বিষ্ণুপঞ্জরঃ।
বিষ্ণুপঞ্জরবিষ্টোহহং বিচরামি মহীতলে ॥ ১২

রাজদ্বারেহপথে ঘোরে সংগ্রামে শত্রু-সঙ্কটে।
নদীষু চ রণে চৈব চৌর-ব্যাঘ্র-ভয়েষু চ ॥ ১৩

ডাকিনী-প্রেতভূতেষু ভয়ং তস্য ন জায়তে।
রক্ষ রক্ষ মহাদেব! রক্ষ রক্ষ জনেশ্বরঃ ॥ ১৪

রক্ষন্তু দেবতাঃ সর্ব্বাঃ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
জলে রক্ষতু বারাহঃ স্থলে রক্ষতু বামনঃ ॥ ১৫

অটব্যাং নারসিংহশ্চ সর্ব্বতঃ পাতু কেশবঃ।
দিবা রক্ষতু মাং সূর্য্যো রাত্রৌ রক্ষতু চন্দ্রমাঃ ॥ ১৬

পন্থানং দুর্গমং রক্ষেৎ সর্ব্বমেব জনার্দ্দনঃ।
রোগবিঘ্ন হতশ্চৈব ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ ॥ ১৭

স্ত্রীহন্তা বালঘাতী চ সুরাপো বৃষলীপতিঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো যঃ পঠেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮

অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং মোক্ষার্থী লভতে গতিম্ ॥ ১৯

আপদো হরতে নিত্যং বিষ্ণুস্তোত্রার্থসম্পদা।
যস্তিদং পঠতি স্তোত্রং বিষ্ণুপঞ্জরমুত্তমম্ ॥ ২০

মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
ধেনুদান সহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ ॥ ২১

অশ্বমেধ সহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
সর্ব্বকামং লভেৎ তস্য পঠনাৎ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২

জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ পর্ব্বতমস্তকে।
জ্বালামালাকুলে বিষ্ণুঃ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥ ২৩

কৃষ্ণায় যাদবেন্দ্রায় জ্ঞানমুদ্রায় যোগিনে।
নাথায় রুক্মিণীকান্তায় নমো বেদান্তবাদিনে ॥
হর পাপং হর ক্লেশং হর দুঃখং দেহি শুভম্।
হর রোগং হর ক্ষোভং হর হর জনার্দ্দনঃ ॥

শ্রী শ্রী গুরুপূজা

প্রথমে আসনে বসিয়া হরিস্মরণ করিতে হয়।

হরিস্মরণ মন্ত্র

ওঁ নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥
ওঁ হরিঃ পুণাতু নমো হরিঃ ॥

আচমন মন্ত্র

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥

ঋগ্বেদ - ১/২২/২০

তিলক মন্ত্র

ওঁ ললাটে কেশবং বিন্দ্যাৎ, কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমম্।
নাভৌ নারায়ণঞ্চৈব, হৃদয়ে মাধবস্তথা ॥

গোবিন্দং দক্ষিণে পার্শ্বে, তথা বামে ত্রিবিক্রমম্।
উর্দ্ধে তু চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং, কর্ণয়োর্মধুসূদনম্ ॥

ভ্রবোর্মধ্যে হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ।
বাহুমূলে বাসুদেবং, সব্যে দামোদরস্তথা ॥

আসন শুদ্ধি

দক্ষিণভাগে (আসনের নিম্নে) ভূমিতে ত্রিকোণমন্ডল করিয়া **"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ"** এই মন্ত্রে পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। পরে আসন ধরিয়া **"ওঁ অস্য আসন-উপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলঃ ছন্দঃ, কুর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ"**। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে-

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥

তৎপরে আসনের উপর ত্রিকোণ মন্ডল অঙ্কন করিয়া **"ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ"** মন্ত্রে ঐ মণ্ডলে গন্ধপুষ্প দিবে।

ভূতশুদ্ধি

নিজহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করিলেই ভূতশুদ্ধি হয়।

অন্যথা

"রং" মন্ত্রে আপনার চতুর্দ্দিকে জলধারা দিয়া আপনাকে বহ্নিপ্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী ভাবনা করিবে। পরে নিবিষ্ঠচিত্তে পাঠ করিবে-

১। ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরম শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা।

২। ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা।

৩। ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা।

৪। ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্জ্বল প্রজ্জ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা।

সামান্যার্ঘ্য মন্ত্র

নিজের সম্মুখে ভূমিতে বামদিকে ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে বৃত্ত ও তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া **"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।"** এই মন্ত্রে চারিবার গন্ধপুষ্প দিবে।

"ফট্‌ঃ মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন পূর্ব্বক মন্ডলোপরি স্থাপন করিয়া "নমঃ" মন্ত্রে জলপূর্ণ করিবে এবং "ওঁ" মন্ত্রে কোশার অগ্রভাগে একটি অর্ঘ্য (বিল্বপত্র, গন্ধপুষ্প, দুর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল) সাজাইয়া দিবে, পরে অঙ্কুশ মুদ্রায় জলস্পর্শ করিয়া তীর্থ আবাহন করিবে।

তীর্থ আবাহন মন্ত্র

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

তৎপর গুরুকে ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্ন মনে করিয়া ধ্যান করিতে হয়।

ধ্যান মন্ত্র

ওঁ শ্বেত-পদ্ম-সমাসীনং দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়-করং শান্তং ধ্যায়েদ্ অখিল-সিদ্ধিদম্ ॥

ধ্যানান্তে গুরু গায়ত্রী পাঠ।

গায়ত্রী

ওঁ গুরুদেবায় বিদ্মহে, কৃষ্ণানন্দায় (ব্রহ্মানন্দায়) ধীমহি, তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ।

তৎপর পুনর্ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা করিবে।

উপচার - গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

যথাঃ- **"ওঁ ঐং শ্রী অমুকানন্দনাথায় গুরবে লং ভূম্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি"** এই বলিয়া নিজের দেহস্থ পার্থিবাংশকে

গন্ধরূপে কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে। **"ওঁ ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে হ্রূং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি"** বলিয়া দেহস্থ আকাশকে পুষ্পরূপে কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে। **"ওঁ ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে যং বায়াত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি"** বলিয়া দেহস্থ বায়ুকে ধুপরূপে কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে। **"ওঁ ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং সমর্পয়ামি"** বলিয়া দেহস্থ অগ্নিকে দীপরূপে কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে। **"ওঁ ঐং শ্রী অমুকানন্দনাথায় গুরবে বং জলাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি"** বলিয়া দেহস্থ জলীয় অংশকে নৈবেদ্যরূপে কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে।

অনন্তর **"গাং গীং গূং গৈং গৌং গঃ"** মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে।

অর্চ্চনা- চাউল দিয়া **"ওঁ ঐং অমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ"** বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিবে।

অনন্তর বহির্পূজা পাদ্যাদি

এতদ্ পাদ্যং	ওঁ	ঐং	শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ
এষ অর্ঘ্যঃ	ওঁ	ঐং	শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ
ইদম্ আচমনীয়ং	ওঁ	ঐং	শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ
ইদং স্নানীয়ং	ওঁ	ঐং	শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ
এষ গন্ধঃ	ওঁ	ঐং	শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ
ইদং সচন্দনপুষ্পং	ওঁ	ঐং	শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ

ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং	ওঁ	ঐং	শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ
ইদং সচন্দন তিলতুলসীপত্রং	ওঁ	ঐং	শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ
এষ ধূপঃ	ওঁ	ঐং	শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ
এষ দীপঃ	ওঁ	ঐং	শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ
ইদং সোপকরণ নৈবেদ্যং	ওঁ	ঐং	শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ
ইদং পানীয়ং	ওঁ	ঐং	শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ
ইদং পুনরাচমনীয়ং	ওঁ	ঐং	শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ
ইদং তাম্বুলং	ওঁ	ঐং	শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া বামে **"ওঁ ঐং গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ ঐং পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ ঐং পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ ঐং পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ"** এবং দক্ষিণে **"ওঁ গণপতয়ে নমঃ"** এবং অগ্রে **"ওঁ ইষ্টদেবতায়ৈ নমঃ"** বলিয়া নমস্কার করতঃ যথাশক্তি গুরুবীজ **"ঐং"** মন্ত্র জপ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সমর্পণ করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

"এষ সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ" বলিয়া ৩ বার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে।

সমর্পণ মন্ত্র

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ জনার্দ্দনঃ ॥

আত্ম সমর্পণ মন্ত্র

ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্ম-অধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্তি-অবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ উদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদ্ উক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীঅমুকানন্দ চরণে সমর্পয়ে।

তৎপর গুরু প্রণাম।

তৎপর প্রার্থনা

পুনরায় কৃতাঞ্জলি হইয়া -"ওঁ অমুকানন্দ নাথ গুরো আজ্ঞাপয় নিত্যকর্ম্মকরণায়" বলিয়া প্রার্থনা করিবে।

তৎপর পৃথিবীকে প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমন্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে ॥

পুরুষেরা প্রথমে দক্ষিণ পদ ও স্ত্রীলোকেরা প্রথমে বামপদ ভূমিতে রাখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে অগ্রসর হইবে।

শ্রী শ্রী গুরু-প্রশস্তি

জীবের নিস্তার লাগি ভগবান হরি।
অবনীতে অবতীর্ণ গুরুরূপ ধরি ॥

মহিমাতে গুরু কৃষ্ণ সমতুল্য জ্ঞান।
গুরু বাক্য হৃদে তাই সত্য বলে মান ॥

গুরুতে মনুষ্যজ্ঞান কর না কখন।
গুরু নিন্দা কভু কর্ণে কর না শ্রবণ ॥

গুরু নিন্দা যথা হয় তথা না যাইবে।
গুরু নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে ॥

গুরু "কৃষ্ণরূপ" হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে ॥

গুরু পিতা, গুরু মাতা, গুরু হন পতি।
গুরু বিনে ভবার্ণবে নাহি অন্য গতি ॥

কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরুরুষ্টে কৃষ্ণ কভু না রাখে তাহারে ॥

সন্ধ্যা আরতি

নাম যজ্ঞ আরম্ভিল মধুর বৃন্দাবনে।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বলরে বদনে ॥

বেলা গেল সন্ধ্যা হল ঘরে ঘরে বাতি।
আজি গুরু মহারাজের মঙ্গলারতি ॥

ধূপ-দীপ-গন্ধ-পুষ্প হাতেতে লইয়া।
প্রভুর আরতি করে নাচিয়া নাচিয়া ॥

শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥

হরি হরি বল সবে আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাহি যম আছে পিছে ॥

ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ॥

শিব শুক নারদ সবে বেদ বিচারি।
পেল না নামের অন্ত অনন্ত মুরারি ॥

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি ॥

হরি নাম কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর।
যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর ॥

নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
নাম বিনে ভবার্ণবে গতি নাহি আর ॥

আত্মগীতি

(১)

আর কেন মন ভ্রমিছ বাহিরে
চলনা আপন অন্তরে।
বাহিরে যার তত্ত্ব, কর অবিরত
সে ত আজ্ঞাচক্রে বিহরে ॥ (ঐ)
বামে ইড়া নাড়ি দক্ষিণে পিঙ্গলা
রজঃ তম গুণে করিতেছে খেলা।
মধ্যে সত্ত্ব গুণে সুষম্না বিমলা
ধর ধর তারে সাদরে ॥ (ঐ)
কুণ্ডলিনী শক্তি বায়বী আকারে
অচৈতন্যভাবে আছে মূলাধারে।
গুরুদত্ত কর্ম্ম সাধনের জোরে
চেতন কর না তাহারে ॥ (ঐ)
মুলাধার অবধি পঞ্চ চক্র ভেদী
আজ্ঞাচক্রে যদি থাক নিরবধি।
দেখিবে সে নিধি যাবে ভব ব্যাধি
ভাসিবে আনন্দ সাগরে ॥ (ঐ)
ইন্দ্রিয় সঙ্গেতে হয়েছ প্রমত্ত
সদ্‌গুরুর চরণে হইলে আশ্রিত।
মোহ দূরে যাবে জানি আত্মতত্ত্ব
ত্বড়িতে তড়িবে সংসারে ॥ (ঐ)

(২)

ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ ; ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ।
তুমি হে দেবেশ পরম পুরুষ, ত্রিগুণে ব্যাপ্ত আছ ত্রিজগৎ ॥
ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ ; ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ !!!

সন্ধ্যা পূজা বন্দনা সকলি, তোমারি উপাসনা।
এ মহান বিশ্ব সুন্দর দৃশ্য, তুমি ত করেছ (প্রভু) রচনা ॥
ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ; ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ !!!

গঙ্গা ভাগীরথী সপ্ত সমুদ্র, ব্রহ্মা পুরন্দর তুমি হে রুদ্র।
তোমাতে সঙ্কল্প তুমি আদি কল্প, তোমাতে হয় সব অচ্ছেদ্যবৎ ॥
ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ; ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ !!!

বিন্ধ্য নীলগিরি সুমেরু ধবল, মন্দার গিরিরাজ তুমি হিমাচল।
উর্দ্ধ গগনে তারকা তপনে, চন্দ্র কিরণে আছ জ্যোতির্ময় ॥
ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ; ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ !!!

তন্ত্রে মন্ত্রে গীতা ভাগবতে, বায়ুরূপে আছ তুমি জীবের দেহেতে।
তুমি বিশ্বব্যাপী তুমি বহুরূপী, তোমাকেই করি প্রভু দণ্ডবৎ ॥
ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ; ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ !!!

(৩)

বন্দি তোমারে গুরু, বন্দি তোমারে গুরু,
তুমি যে আমার সুধাসিন্ধু, আমি যে তৃষিত মরু ॥ (ঐ)

গুরু জীবনের ধ্রুবতারা

আমি আঁধারে আঁধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়ে যাই দিশেহারা
তুমি যে জ্ঞানের প্রদীপ লইয়া
ভয় নাই বলে পথ দেখাইয়া
আগে আগে যাও, পিছু ফিরে চাও,
ভাবিয়া আমারে ভীরু ॥ (ঐ)

গুরু তুমি পরম বন্ধু,
আমার শত অনাদর লও সমাদর অপার কৃপাসিন্ধু
দেখিতে আমার পাও নাকো দোষ,
নাহি অভিমান নাহি কোন রোষ
সদা হাসি মুখ প্রশান্ত সুমুখ
হে মোর আশ্রয় তরু ॥ (ঐ)

গুরু অন্তরে মম প্রাণ
বাহিরেতে তুমি বিশ্বরূপ ধরি রহিয়াছ দৃশ্যমান।
তুমি যে আবার দেহধারী হয়ে
কর অভিনয় দেহী মোরে লয়ে,
নমি বিশ্বপ্রাণ কর পরিত্রাণ
হে মোর কল্পতরু।

আত্মদ্রষ্টার আহ্বান

দেখ্‌বি কে কে আয় রে তোরা, দেখ্‌বি কে কে আয়।

আনন্দ-সাগর জলে খেল্‌ছে মহামায়।
দেখ্‌বি কে কে আয় রে তোরা, দেখ্‌বি কে কে আয়।

মায়ের খেলা কত অপরূপ,
যে দেখেছে সে মজেছে, হয়ে আছে চুপ।

তার গিয়াছে মনের ধাঁ ধাঁ, মায়ের করুণায়।
দেখ্‌বি কে কে আয় রে তোরা, দেখ্‌বি কে কে আয়।

আনন্দের ঢেউ লেগেছে আনন্দ বাতাসে
ঢেউয়ের কোলে সোনার কমল, হেলে দুলে হাসে।

কমলে কমলার বিহার, কত শোভা পায়।
দেখ্‌বি কে কে আয় রে তোরা, দেখ্‌বি কে কে আয়।

এই দেশে নাই অগ্নি-তপন, শুধু চাঁদের বহে ধারা;
হেথায় কোথায় হারিয়ে গেছে, মোদের চন্দ্রতারা।

তলিয়ে গেছে দিনযামিনী, আনন্দ প্রভায়।
দেখ্‌বি কে কে আয় রে তোরা, দেখ্‌বি কে কে আয়।

মধুভরা দিগ্ দিগন্ত সুগন্ধ অতুল,
যার মিলেছে দেশের খবর, তার ভেঙ্গেছে ভুল।

নিত্য-চেতন সে মহাজন, আনন্দ মেলায়।
দেখ্‌বি কে কে আয় রে তোরা, দেখ্‌বি কে কে আয়।

গান

(স্বামী জগদানন্দ পুরী)

হাত ধরে কোলে তুলে নে মা!
দাঁড়াতে শিখিনি আমি।

তুই বিনে আমার কে লইবে ভার,
কে হইবে অনুগামী।

সশক্ত সন্তান নাচে তালে তালে,
তুচ্ছ করে আমায় কেউ করেনা কোলে।

আমি কাঁদি ধূলায় পড়ে, ভাসি আঁখিনীরে,
দেখে কি দেখনা তুমি !

বহিতেছ হেলে, যত চরাচরে
দুঃখ কি মা পাবি সন্তানের ভারে।

বুকে নে জুড়াই, তোরে যদি পাই,
নহি আমি মুক্তিকামী !

গান

জনগণ-পালিনী, গিরিরাজ-নন্দিনী,
শোন নিবেদি রাঙাপায়।
চরণ শরণ তরে, দিবানিশি আঁখি ঝরে,
কতকাল রাখিবে আশায় ॥
বাসনা যতেক মম, পূজার কুসুম সম,
ও পদ-পঙ্কজে দিনু ঢালি,
কাকধ্বজ দেহরথে, মহাশক্তি সূর্পহাতে,
এস বস হৃদয় উজলি,
চাই মাগো দরশন, তৃষিত এ প্রাণ-মন,
কর করুণা আমায় ॥
দিয়া সেবানন্দ-সুধা, বিনাশ মা ভব-ক্ষুধা,
রিপুহররূপে ধূমাবতী,
অজ্ঞান কুয়াশা মোর, গহন গভীর ঘোর,
হরপ্রিয়া হরিতে আকুতি,
আয়ু-রবি অস্তাচলে নাও মাগো কোলে তুলে,
বিদায়ের সুর-মূরছায় ॥

গান

এসো গো মা দয়াময়ি
এসো এসো কোলে বসি,
আর কত খেলাবি খেলা
গেল বেলা এল নিশি।
খেলা রং বেরঙের কত, লক্ষযোনি শত শত
খেলিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত
(আমি) দুঃখনীরে সদা ভাসি ॥
তুমি মা পাষাণের মেয়ে ! পাষাণ হ'য়ে আছো চেয়ে,
এই কি তোমার কুলের ধরম
নাই কি শরম সর্ব্বনাশি ?
খেলায় দিয়ে আত্মরস, জীবকে-করলে মোহের বশ
(এখন) কোথায় তোমার মধুর পরশ
ভুবনভরা স্নেহরাশি ॥
সাঙ্গ ক'রে দাও মা খেলা, ভেঙ্গে দিয়ে ভূতের মেলা
আর ক'রোনা লুকোচুরি
আকাশে আকাশে পশি।

সমাপ্তম্

শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী মহারাজ প্রণীত গ্রন্থাবলী-

১। শ্রীশ্রী দশমহাবিদ্যা
২। পার্থিব শিবলিঙ্গ রহস্য
৩। শালগ্রাম তত্ত্ব
৪। গীতায় গুরু-শিষ্য
৫। উপাসনা পদ্ধতি
৬। ধর্ম প্রবেশিকা

অদ্বৈতানন্দ ঋষিমঠ ও মিশন কর্তৃক প্রকাশিত-

১। শ্রীশ্রী চণ্ডী
২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বড়)
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ছোট)
৪। গীতায় গুরু-শিষ্য (১ম-৯ম)
৫। শ্রীশ্রী গুরু পূজা পদ্ধতি
৬। অদ্বৈতম্
৭। স্বামীজীর পত্রাবলী
৮। স্বামীজীর লকেট
৯। স্বামীজীর প্রতিকৃতি
১০। স্বামীজীর ক্যালেন্ডার